ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
৪ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৩৯-২০০৬

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রতি এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

লুইস আলফোনসো ডি আল্বা
সভাপতি
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল
ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
৮-১৪ এভেনিউ ডি লা পাইক্স
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্স: +৪১ ২২ ৯১৭৯০১২

প্রিয় জনাব ডি আল্বা,

বাংলাদেশ: নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে আইন প্রণয়নে ব্যর্থতা বাংলাদেশকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের জন্য অনুপযুক্ত করে তুলছে

এটা হচ্ছে পাঁচটি চিঠির দ্বিতীয় চিঠি যা এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) বাংলাদেশের ভয়াবহ মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং এর কারণসমূহের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলকে লিখতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা এটা করছি, যদি বাংলাদেশ সদস্য হিসেবে আসন্ন তিন বছরের জন্য থাকার অনুমতি পায় যেমনটা তারা চেয়েছে, এবং যেহেতু কাউন্সিলের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, সে কারনে।

এই প্রথম চিঠিতে আমরা আলোকপাত করেছিলাম ১৫ বছর ধরে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা এবং ফলশ্রুতিতে সেখানে অধিকার লংঘনের শিকার ভিক্টিমদের প্রতিকার অস্বীকৃত হওয়ার বিষয়ে।

জাতিসংঘের নতুন মানবাধিকার কাউন্সিলে আসন লাভের পূর্বে ১৩ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে তার সম্পৃক্ততার অসংখ্য কির্তি তুলে ধরেছিল। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী কনভেনশন সহ "১৮টিরও বেশী আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত"।

যাইহোক, যেহেতু এএইচআরসি নিয়মিতভাবে বলে আসছে, কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সত্যিকার মূল্য নিরূপন করা যায় যখন দেশটি স্থানীয়ভাবে তা- বাস্তবায়ন করে। এবং উদ্বেগের কারণও সেখানে, বাংলাদেশ সরকারতো মানবাধিকারে ব্যর্থ। গর্বভরে কনভেনশনটি অনুস্বাক্ষর (র‍্যাটিফাই) করার ঘোষণা করলেও কনভেনশনের ১৪ (১) অনুচ্ছেদটির উপর নিষেধাজ্ঞা (রিজার্ভেশন) আরোপ করার কথা কি তারা মনে করে থাকে? ঐ অনুচ্ছেদটিতো কনভেনশনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা- ভিক্টিমদের আইনগতভাবে প্রতিকার, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির গ্যারান্টি দেয়। অনুচ্ছেদটির উপর নিষেধাজ্ঞা (রিজার্ভেশন) আরোপের মাধ্যমে সরকার পরিপূর্ণভাবে চুক্তিটির মর্যাদার পরিপন্থী কাজ

করেছে। অবিস্ময়করভাবেই, বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিল, চুক্তির বিধানগুলোর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃত অর্থে আদৌ কোন ইতিবাচক অঙ্গীকার আছে কি-না সে ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠেছিল।

নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনটি অনুস্বাক্ষর (র‍্যাটিফাই) করার সময় থেকেই বাংলাদেশ সরকার প্রমাণ করেছে যে, তারা কোন প্রতিশ্রুতিশীল মনোভাব ছাড়াই এটা অনুমোদন করছে। চুক্তিতে অংশগ্রহন করা এবং নির্যাতন নিষিদ্ধ করে সংবিধানে স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও তারা নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে কোন আইন প্রণয়ন করেনি বা প্রতিকার, ভিক্টিমদের পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে অভ্যন্তরীণ আইনও সংশোধন করেনি। জাতিসংঘের নির্যাতনের প্রশ্ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোটিওর) "নির্যাতনকে দেশীয় আইনে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে একটি আলাদা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করতে হবে - - এই আইন কার্যকর করার বিষয়টি হতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার" -একথা তার সাধারণ সুপারিশমালার মূল বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরার পরও দেশটির এই অবস্থা। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের জনগণের কাছে কনভেনশনটি অনর্থক হয়েই আছে।

রাশিদা খাতুনের ঘটনার কথা তুলে ধরা যায়। একজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা যিনি ৮ জুন ২০০৬ তার এক আত্মীয়ের পক্ষে সাতক্ষীরা পুলিশের প্রধানের দপ্তরে গিয়েছিলেন। পুলিশ প্রধানের দপ্তরে তিনি আরেক কর্মকর্তা'র কোমরের বেল্ট ও লাঠি দ্বারা বর্বরভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন। দেহের সর্বত্র জমাট রক্তের জখম ও রক্তঝরা অবস্থায় নিকটস্থ এক দোকানী- যিনি চিৎকার শুনে সাহস করে হস্তক্ষেপ করে তাকে উদ্ধার করেছিল। যাইহোক, যখন তাকে হাসপাতালে নেওয়া হল বহিঃবিভাগে সামান্য চিকিৎসা দিয়ে জনৈক চিকিৎসক, পুলিশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুই বার তাকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। ভিক্টিম যেন মামলা করার সময় প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য, পুলিশও চিকিৎসার প্রমাণসম্বলিত কাগজটি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট গত ২৬ জুন একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, যা- সময়ানুযায়ী সম্পন্ন হবে; যাইহোক, এগুলোর মাধ্যমে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পাওয়া বড়ই দুস্কর। ইতোমধ্যে, ভিক্টিমকে সেই সব পুলিশ কর্মকর্তারা, যারা স্বপদে বহাল তবিয়তেই রয়েছে, পর্যায়ক্রমে হুমকি দিয়েই চলেছে।

রাশিদার এই ঘটনাটি হল বাংলাদেশের সর্বত্র নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অমানুষিক আচরণের শিকার অগণিত মানুষেরই ঘটনা। নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যকর করা ছাড়া সেখানে পুলিশ বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় এজেন্টদের বর্বরতার শিকার হওয়া মানুষদের বিশেষ কোন প্রক্রিয়ার অধীনে অভিযোগ করারও উপায় নেই। নির্যাতনের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে মেডিকেল ডাক্তারের হস্তক্ষেপ ছাড়া সৃষ্ট জখমের সুচিকিৎসার আর কোন সহজ পথ খোলা নেই। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ছাড়া নির্যাতনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে একটি বিচার প্রাপ্তির নুন্যতম কোন পথও তেমনি সেখানে নেই। ভিক্টিম বা সাক্ষীদের রক্ষার জন্য কোন কর্মসূচী ছাড়া তারা তাদের দুর্দশা ও অপমানের হোতাদের সমতুল্য মানুষদের করুণার পাত্র হয়েই থাকে। এগুলোর অস্তিত্ব না থাকায় বাংলাদেশ সরকার কনভেনশন অনুযায়ী তার বাধ্য-বাধকতা পূরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

নির্যাতন বিরোধী কনভেনশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের আদৌ কোন ইচ্ছা আছে কি-না সে ব্যাপারে এএইচআরসি'র যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সত্যিকার অর্থেই যদি সরকার এই কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের প্রতি গুরুত্ব দিত, তাহলে তারা কয়েক বছর আগেই কাজ শুরু করত, এবং এতদিনে নির্যাতনের নিকৃষ্ট কুফলগুলো দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহন প্রক্রিয়া উন্নত হত এবং দেশব্যাপী এসব ঘটনা হ্রাস পেত। বিপরীতে, পুলিশ এবং অপরাপর বাহিনীর লোকজন নিজ নিজ কর্ম-এলাকার মানুষের উপর ঘটানো ভয়ানক কর্মকান্ডের পরও তারা পূর্ণাঙ্গ দায়মুক্তি পেয়ে আসছে। ফলশ্রুতিতে, রাশিদা খাতুনদের মত অগণিত মানুষ আজ আবধি প্রতিনিয়ত দেশের তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়ায় বিস্তর অবিচার ও অপপ্রয়োগের ভোগ করতে হচ্ছে যারা প্রতিকার, পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির কোন পথ খুঁজে পায় না।

বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার করেছে যে, তারা "কাউন্সিলের মেয়াদকালে সর্বজনীন মেয়াদী পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ মেকানিজম) এর অধীনে পর্যালোচনা (রিভিউ)'র মুখোমুখী হতে সদা প্রস্তুত থাকবে"। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন এখন আবারও কাউন্সিলকে উক্ত অঙ্গীকারটি স্মরণ করতে এবং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য যত শীঘ্র তা করা যায়, করতে আহ্বান জানাচ্ছে। নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনকে অর্থবহ করতে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা, বলার অপেক্ষা রাখে না কেবল লোক দেখানোর জন্য আন্ত

র্জাতিক চুক্তিগুলোর অংশীদারিত্ব একদমই অন্যায্য। এটা প্রতিদিনই বাংলাদেশের মানুষের দূর্ভোগ সৃষ্টি করছে এবং দেশের পুলিশী কার্যক্রম ও প্রশাসনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র এবং ন্যায় বিচারের প্রতি তাদের আস্থাকে সর্বোতভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে। এটা কোন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, যারা মানবাধিকার কাউন্সিলে আসন লাভের যোগ্য; বরং এটা একটি রক্তপাতে লিপ্ত সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, যারা রাজনৈতিক দলের নেতার মুখোশধারী অর্থলোভী সামন্তপ্রভুদের দ্বারা শাসিত, এবং তাদেরই পোষ্য- যারা পুলিশ, প্রসিকিউটর এবং অপরাপর রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের মুখোশের অন্তরালে থেকে সন্ত্রাসে এই সমাজকে করছে বিপর্যস্ত।

আমি অনুরোধ করবো যে, আপনার দপ্তর এই চিঠিকে কাউন্সিলের সকল সদস্যদের বিবেচনার জন্য পৌছে দেয়া হোক।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, জেনেভা।
২। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।